সমকালীন ফিতনা

➢ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

মুসলিম উম্মাহ আজ ঘরে বাইরে শত ফিতনায় জর্জরিত, অথচ আমরা বড় বেখবর। আমাদের উদ্দেশ্য এবং বিষয়টির গুরুত্ব বুঝার জন্য একটি আয়াত ও একটি হাদীস দেখা যেতে পারে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

আর তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর। [1]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন,

حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ " نَعَمْ ". قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ " نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ ". قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ " قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ". قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ " نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ " هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا " قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ". قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ".

হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম; এই ভয়ে যেন আমি ঐ সবের মধ্যে পড়ে না যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলীয়্যাতে অকল্যাণকর অবস্থায় জীবন যাপন করতাম অতঃপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ অকল্যাণের পর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, আছে। তবে তা মন্দ মেশানো। আমি বললাম, মন্দ মেশানো কী? তিনি বললেন, এমন

[1] সুরা আনফাল ২৫

একদল লোক যারা আমার সুন্নাত ত্যাগ করে অন্যপথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কি আরো অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, তখন জাহান্নামের দিকে আহবানকারীদের উদ্ভব ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তাহলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের দল ও তাঁদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলিমদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দ্বীনের উপর থাকবে। [2]

সমকালীন আভ্যন্তরীণ ৩টি ফিতনা সম্পর্কে আমি কিছুটা আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ,

1. সালাফী / আহলে হাদিস ফিতনা
2. বেরলভী ফিতনা
3. কাদিয়ানী প্লাস বা ভন্ড নবী দাবিদারদের ফিতনা

সালাফী / আহলে হাদিস ফিতনাঃ

বৃটিশের ছত্রছায়ায় জন্ম নেয়া একটি ফিতনার নাম সালাফী বা আহলে হাদিস ফিতনা। যারা বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম ফতোয়া দিয়েছিল। ইতিহাসের নিন্দিত ওয়াহাবী / নজদী ফেরকাটিই বৃটিশ ভারতে বৃটিশ অধ্যাদেশের মাধ্যমে নতুন অফিসিয়াল নাম ধারণ করে ‘‘আহলে হাদিস’’, তারা তাদেরকে সালাফী বলেও দাবি করে। যদিও প্রায় সময় তাদের সালাফ শুরু হয় হাফিজ ইবনু তাইমিয়া থেকে, যার ওফাত ৭২৮ হিজরিতে।

তাদের আকীদার দুটি বিশেষ বৈশিষ্টঃ

১. আল্লাহ ও রাসূলের শানে গোস্তাখী ২. পাইকারী তাকফীর

ওরা আল্লাহকে হুমকি দেয়, জাকির নায়েকের বিরোধীদেরকে জান্নাতে দিলে আল্লাহর সাথে ঝগড়া হবে। আল্লাহর রাসুল ﷺ র শানে গোস্তাখী করা ওদের জাতীয় অভ্যাস। ওরা বিশ্বাস করে অধিকাংশ মুসলমান ঈমান আনার পরও মুশরিক, বাংলাদেশ তো পুরা শিরকের মধ্যে ডুবে আছে। ওরা বিশ্বাস করে যারা বিশেষ কোন মাযহাব মানাকে ত্যাগ না করবে তাদেরকে হত্যা করতে হবে, ওরা হাদিস অস্বীকারকারী, ওরা জাল হাদিস রচনাকারী।

---

[2] বুখারী ৩৬০৬, মুসলিম ১৮৪৭

জিন্দেগী ও বন্দেগীতে ওদের একমাত্র বৈশিষ্ট:

জিন্দেগী ও বন্দেগীতে ওদের একমাত্র বৈশিষ্ট হল ইল্মী খেয়ানত, মিথ্যাচার ও কিতাব জালিয়াতী ওরা নাম সুন্দর আলী। যদু, কদু, মধু; কুরআন হাদিসের কোন ইল্ম নাই, বলবে আমি আহলে হাদিস। ওদের ইল্মী খেয়ানতের বাজার খুব রমরমা, এই মাঠে ওদের জুড়ি নাই।

ভুয়া যে দাবিটি তারা চর্বিত চর্বন করেঃ

ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের ভুয়া দাবি হল, তারা কোন মাযহাব মানে না, তারা সরাসরি কুরআন হাদিস মানে। ছোট একটি উদাহরণ দেই। তাদেরকে যদি বলেন জোরে আমিন বলার দলীল কোথায় পেয়েছেন? দেখিয়ে দিবে ইমাম বুখারীর তরজুমাতুল বাব।

ওদের মূর্খতার দলীল কুরআন সুন্নাহঃ

- **জাকের নায়েকের টাইঃ** জাকের নায়েকের টাই নিয়ে আপত্তির উথ্থাপিত হলে মুফতী কাজী ইবরাহীম কুরআন থেকে টাই বের করলেন।

  ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

  সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। [3]

- **দিনাজপুরঃ** ‘‘আহলে হাদিস’’ সম্মেলন হচ্ছিল দিনাজপুর জেলায়। দিনাজপুরের ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী বললেন, দিনাজপুর জেলার কথা কুরআনে করীমে আছে।

  ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

  ‘‘দিন আজ পরিপূর্ণ করলাম’’ দিন + আজ + পুর = দিনাজপুর

- **কুমিল্লাঃ** আরেকজন বললেন, কুমিল্লা জেলার কথাও কুরআনে আছে সুতরাং কুমিল্লাহকে বিভাগ ঘোষণা করতে হবে।

  ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾

  কুমিল্লাইলা = কুমিল্লা + ইলা

- **ইয়াযীদের ফজিলতে জাল হাদিসঃ** ইয়াজিদের ফজিলতে জাল হাদিস রচনা করলেন শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী। হাদিসটি হল,

---

[3] সুরা আম্বিয়া ১০৪

مَنِ اشْتَرَكَ فِيْ غَزْوَةِ قُسْطَنْطِيْنِيَّة كُلُّهُمْ مَغْفُوْرٌ

এভাবেই তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে যা কুরআন নয় তা কুরআন, যা হাদিস নয় তা হাদিস বলে প্রচার করে ও মানুষকে ধোকা দেয়।

তাদের একটি বিশেষ পরিচয়ঃ

বুখারীতে ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন,

إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى المؤمنين

তারা এমন কিছু আয়াতকে মু'মিনদের ওপর প্রয়োগ করেছে যা কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

কিছু উদাহরণঃ

(১) অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরও মুশরিকঃ

সুরা ইউসুফের ১০৬ নাম্বার আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে, যারা আল্লাহকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করতো কিন্তু একমাত্র মাবুদ বিশ্বাস করতো না। এই আয়াত দিয়ে দলীল দেয় সালাফীরা যে অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরও মুশরিক।
আয়াতটি হচ্ছেঃ

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। [4]

এই আয়াত মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। যাদের ব্যাপারে সুরা আনকাবুতে আছে,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?[5]

সুরা যুমারে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ । বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে

---

[4] সুরা ইউসুফ ১০৬
[5] সুরা আনকাবুত ৬১

তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।[6]

সুরা লুকমানে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।[7]

পর্যালোচনাঃ

সুরা ইউসুফের ১০৬ নাম্বার আয়াত পড়ে তারা বলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরও মুশরিক। সিফাত হাসান নামে তাদের জনৈক শায়খের ভিডিও শুনতে পারেন আহলুস সুন্নাহ মিডিয়াতে। তাদের আরেক শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেছেন বাংলাদেশ পুরা দেশটাই শিরকের মধ্যে ডুবে আছে, ভারত একটি হিন্দু দেশ তথাপি শিরকের ব্যাপারে বাংলাদেশ থেকে মুক্ত আছে। তাদের ব্যাখ্যা মত অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ঈমান আনার পরও মুশরিক হওয়া সাব্যস্ত হয়। কারণ এই আয়াত তাঁরাই প্রথম পেয়েছেন।

(২) ওলীদের অনুসরণ করো নাঃ

সুরা আরাফের একটি আয়াত পড়ে তারা বলে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, ওলীদের অনুসরণ করো না। আয়াতটি হচ্ছে,

﴿اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না।[8]

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম তাবারী বলেন,

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ﷺ: قل، يا محمد، لهؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام: اتبعوا، أيها الناس، ما جاءكم من عند ربكم بالبينات والهدى, واعملوا بما أمركم به ربكم, ولا تتبعوا شيئًا من دونه = يعني: شيئًا غير ما أنزل إليكم ربكم. يقول: لا تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك بالله وعبادة الأوثان, فإنهم يضلونكم ولا يهدونكم.

---

[6] সুরা যুমার ৩৮

[7] সুরা লুকমান ২৫

[8] সুরা আরাফ ৩

মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে বলেন, আপনি বলুন হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনার কাওমের ঐ সব মুশরিকদেরকে যারা মূর্তি পূজা করে, ……….[9]

অথচ ঐ আয়াতকে তারা আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আল্লাহর ওলীদের মধ্যে সেরা হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সেরা ওলী হচ্ছেন খোদ মুহাম্মাদ ﷺ.

(৩) রাসূল কবরে মৃত শুনতে পান নাঃ

সালাফীদের বিশ্বাস রাসূল কবরে মৃত এবং শুনতে পান না। তারা তাদের দাবি প্রমাণে কুরআনে করীমের এমন কিছু আয়াত পেশ করে যা নাজিল হয়েছে কাফেরদের ব্যাপারে। যেমনঃ

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾

আপনি আহবান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।[10]

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾

আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন।[11]

সালাফী শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন, রাসূল কবরে মরে পড়ে আছেন। আমরা জানি, রাসূলের ওফাত হয়েছে তবে কবরে তিনি জীবিত আছেন, তিনি শুনতে পান, উম্মতের আমল তাঁর সামনে পেশ করা হয়, তিনি উম্মতের আমল দেখেন। এই কথাগুলি হাদিস দ্ধারাই প্রমাণিত।

নবী কবরে জীবিতঃ

শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ﴾

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। [12]

---

[9] তাফসীরে তাবারী
[10] সূরা নামাল ৮০
[11] সুরা ফাতির ২২
[12] সুরা বাকারাহ ১৫৪

উম্মতের শহীদ যদি কবরে জিন্দা হোন, উম্মতের নবী অবশ্যই জিন্দা।

عن أنس بن مالك، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم" :– الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ."

আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, নবীগণ কবরে জিন্দা সালাত আদায় করেন।

এই হাদিসটি সহীহ। ইমাম বাইহাকী, আবু ইয়ালা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী তার বিভিন্ন কিতাবে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَىَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا " . قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ " وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ " . فَنَبِيُّ اللَّهِ حَىٌّ يُرْزَقُ .

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা জুমু’আহর দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে। কেননা তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়, ফেরেশতাগণ তা পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তিই আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা থেকে সে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তা আমার নিকট পৌঁছতে থাকে। রাবী বলেন, আমি বললাম, (আপনার) ইনতিকালের পরেও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইনতিকালের পরেও। আল্লাহ তা’আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের দেহ ভক্ষণ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং তাঁকে রিযিক দেয়া হয়।[13]

এই হাদিসটি শাওয়াহিদের কারণে সহীহ।

রাসূল শুনেনঃ

ফাতহুল বারীতে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী বলেন,

وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ بِلَفْظِ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُ

আবুশ শাইখ তাঁর আচ্ছাওয়াব কিতাবে উত্তম সনদে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে আমার কবরের পাশে এসে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি নিজে শুনি আর যে দূর থেকে দরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌছানো হয়। [14]

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺإِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِّي مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ[15]

[13] সুনান ইবনু মাজাহ ১৬৩৭

[14] ফাতহুল বারী খ ৬ পৃ ৪৮৮। দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

[15] سنن النسائي 1282 صحيح

রাসূল বলেন, আল্লাহর কিছু ভ্রাম্যম্যান ফেরেশতা রয়েছে যারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌছে দেয়। [16]

রাসূলের খেদমতে উম্মতের আমল পেশ করা হয়ঃ

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :حَيَاتِي خَيْرٌ لَكَمْ تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكَمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكَمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكَمْ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ [17]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আমার হায়াত তোমাদের জন্য উত্তম, তোমরা কথা বলো এবং তোমাদের সাথে কথা বলা হয়, আমার ওয়াফাত তোমাদের জন্য উত্তম আমার সামনে তোমাদের আমল পেশ করা হয়; তোমাদের উত্তম কোন আমল দেখলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, আর মন্দ কিছু দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার করি / ক্ষমা চাই।
হাদিসটি ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেছেন, রাবী সবাই বুখারীর রাবী।[18]

সালাফীরা আল্লাহর রাসূলের ইস্মত মানে নাঃ

বাংলাদেশী সালাফী শায়খ মুজাফফার বিন মুহসিন বলেন, “নবীরা ভুল করে গেছেন, সাহাবীরা ভুল করে গেছেন, আমাদেরও ভুল হতে পারে”। তাদের আরেক শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পাপের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন, রাসূলের আমলনামা ওজন হবে আর তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন গোনাহ বেশী হয় না নেকী বেশী হয়।
মিথ্যাবাদিদের উপর আল্লাহর লানত। তারা সুনান আবূ দাউদ থেকে একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদিস উল্লেখ করেন, হাদিসটি জয়ীফ বা দূর্বল। প্লাস এই হাদিসে রাসূলের কোন বিশেষত্ব নেই, অথচ এই হাদিসের বিপরীতে রাসূল প্রসঙ্গে বহু সহীহ হাদিস রয়েছে। তাদের কাছে জয়ীফ এবং জাল হাদিসের যদিও একই অবস্থা কিন্তু রাসূল ﷺ কে গোনাহগার সাব্যস্ত করার জন্য সহীহ হাদিসের মুকাবেলায় জয়ীফ হাদিসও তাদের কাছে দলীল!!

সুনান আবূ দাউদের জয়ীফ হাদিসটি হচ্ছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَا يُبْكِيكِ " . قَالَتْ : ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَمَّا فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ

[16] সুনান নাসাঈ ১২৮২

[17] مجمع الزوائد ، حديث 14250

[18] মাজমাউজ্জাওয়াইদ ১৪২৫০

مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ " [19]

আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। আপনারা কি কিয়ামতের দিন আপনাদের পরিবারের কথা মনে রাখবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অবশ্য তিনটি স্থান যেখানে কেউ কারো কথা স্মরণ রাখবে না। মিযানের নিকট, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারবে তার আমলের পরিমাণ কম হবে না কি বেশী; আমলনামা প্রাপ্তির স্থান যখন বলা হবে, ''তোমার আমলনামা পাঠ করো'' (সূরা আল-হাক্কাহঃ ১৯); কেননা তখন সবাই পেরেশান থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে নাকি বাম হাবে পাচ্ছে নাকি পিছন দিক থেকে পাচ্ছে; আর পুলসিরাতের নিকট, যখন তা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে[20]

এই হাদিস জয়ীফ, প্লাস এই হাদিসে রাসূলের কোন বিশেষত্ব নেই।

আসুন রাসূল ﷺ প্রসঙ্গে কয়েকটি সহীহ হাদিস দেখিঃ

মুসলিম – রাবিয়া ইবনে কাব আল-আসলামী বলেন, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছিঃ

رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلَمِيُّ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ

روى مسلم عن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي " سَلْ " . فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ هُوَ ذَاكَ . قَالَ " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ " . [21]

রাবী'আহ ইবনু কাব আল আসলামী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রাত যাপন করছিলাম। আমি তার ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেনঃ কিছু চাও! আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।[22]

---

[19] **سنن أبي داود**، كتاب السنة، باب فِي ذِكْرِ الْمِيزَانِ، حديث 4755

[20] সুনান আবূ দাউদ ৪৭৫৫

[21] **صحيح مسلم**، كتاب الصلاة، باب فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ ، حديث 489

[22] মুসলিম ৪৮৯

ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরে এই হাদিসটি একটু ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।[23]

তিরমিযী – আনাস বিন মালিক - আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেনঃ

أنسُ بنُ مالكٍ: سَأَلْتُ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

روى الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ " أَنَا فَاعِلٌ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ " اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ " . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ " فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .[24]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, তুমি সর্বপ্রথম আমাকে পুলসিরাতের সামনে খোঁজ করবে। আমি বললাম, পুলসিরাতে যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে মীযানের ঐখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, মীযানের ঐখানেও যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে হাওযে কাওসারের সামনে খুঁজবে। আমি এ তিনটি জায়গার যে কোন একটিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকব। [25]

---

[23] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ :كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فأَتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ (الْهَوِيَّ) سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ(الْهَوِيَّ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَلْ لَكَ حَاجَةٌ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرَافَقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - ج5 ص56، حديث 4570، مكتبة ابن تيمية – القاهرة

وفي رواية في المعجم الكبير: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ :كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَارِي فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَيْتُ إِلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبِتُّ عِنْدَهُ، فَلَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ رَبِّي، حَتَّى أَمَلَّ أَوْ تَغْلِبَنِي عَيْنِي فَأَنَامُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا رَبِيعَةُ سَلْنِي فَأُعْطِيَكَ قُلْتُ: أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْظُرَ، وتَذَكَرْتُ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُنْقَطِعَةٌ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ أَنْ يُجَنِّبَنِي مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ، وَلَكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَأَنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ قَالَ : إِنِّي فَاعِلٌ، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ – حديث 4576

[24] **سنن الترمذي**، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الصِّرَاطِ، حديث 2433

[25] তিরমিযী ২৪৩৩

এই হাদিসটি সহীহ, এই হাদিসে ৩ জায়গার কথাই আছে এবং এই হাদিসটিতে রাসূলের অবস্থাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাবারানী – আল-মুজামুল কাবীর – জনৈক বালকের রাসূলের কাছে শাফায়াত প্রার্থনাঃ

غلامٌ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

روى الطبراني بسند صحيح عَنْ مُصْعَبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ :انْطَلَقَ غُلَامٌ مِنَّا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ :إِنِّي سَائِلُكَ سُؤَالًا، قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ بِهَا – أَوْ مَنْ عَلَّمَكَ بِهَذَا؟ – أَوْ مَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا –؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي بِهَذَا أَحَدٌ إِلَّا نَفْسِي، قَالَ : فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ جَذْلَانَ لِيُخْبِرَ أَهْلَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ فَرَدُّوهُ كَئِيبًا مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ : أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ[26]

ইমাম তাবারানী সহীহ সনদে মুসআব আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক বালক নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, আমি আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করতে চাই। তিনি ﷺ বললেন, কি সেটা? সে বলল, আমি চাই আপনি কিয়ামত দিবসে আমার জন্যও শাফায়াত করবেন। রাসূল বললেন, কে তোমাকে এই কথা শিখিয়ে দিয়েছে? সে উত্তর দিল, কেউ নয় আমার অন্তর ছাড়া। রাসূল ﷺ বললেন, ঠিক আছে আমি তোমার জন্যও শাফায়াত করব। .... [27]

রাসূলের উম্মত বিনা হিসাবে জান্নাতে আর রাসূলের হিসাব হবে!!!

روى مسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [28]

ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যারা ঝাড়ফুক করায় না, পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের লক্ষণ মেনে চলে না, অগ্নি দাগ গ্রহণ করে না, বরং সর্বদাই আল্লাহর ওপর নির্ভর করে (তারাই)।[29]

---

[26] سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، **المعجم الكبير**، ج20 ص365، حديث 851، مكتبة ابن تيمية – القاهرة

[27] আল-মুজামুল কাবীর, খ ২০, পৃঃ ৩৬৫, হাদিস ৮৫১

[28] صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، حديث 218

[29] মুসলিম ২১৮

روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ".[30]

ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।[31]

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ " . ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " [32]

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। জনৈক সাহাবা (উক্কাশাহ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু’আ করুন, আমাকে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’আ করলেন, ইয়া আল্লাহ। ওকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। তারপর আরেকজন সাহাবা দাড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দু’আ করুন, আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ সুযোগ লাভে উক্কাশাহ তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। [33]

روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ " عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيلَ لِي انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيلَ هَؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ". فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ". فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَعَمْ ". فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا فَقَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ".[34]

---

[30] صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}، حديث 6472

[31] বুখারী ৬৪৭২

[32] صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ، 216

[33] মুসলিম ২১৬

[34] صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرق، حديث 5752

ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেনঃ আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মাতদের পেশ করা হল। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে আছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নবী যাঁর সঙ্গে আছে দু’জন লোক। অন্য এক নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মাত হত। বলা হলঃ এটা মূসা (আঃ) ও তাঁর কওম। এরপর আমাকে বলা হলঃ দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামাআত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হলঃ এ দিকে দেখুন। ও দিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হলঃ ঐ সবই আপনার উম্মাত এবং ওদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তাদের (সত্তর হাজারের) ব্যাখ্যা করে বলেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ এ নিয়ে নানান কথা শুরু করে দিলেন। তাঁরা বলাবলি করলেনঃ আমরা তো শির্কের মাঝে জন্মেছি, পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। বরং এরা আমাদের সন্তানরাই হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেনঃ তাঁরা (হবে) ঐ সব লোক যাঁরা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের উপর একমাত্র ভরসা রাখে। তখন ’উকাশাহ বিন মিহসান দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেনঃ এ বিষয়ে ’উকাশাহ তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে।[35]

وروى ابن ماجه بسند صحيح عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدَّدُ إِلاَّ سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُو أَلاَّ يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " [36]

রিফাআ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সফর থেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ফিরে এলে তিনি বলেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এমন কোন বান্দা নেই, যে ঈমান আনার পর তার উপর অবিচল থেকেও জান্নাতের দিকে পরিচালিত হবে না। আমি আশা করি যে, তোমরা ও তোমাদের সৎকর্মপরায়ণ সন্তানেরা জান্নাতে নিজ নিজ স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত অন্য লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার

[35] বুখারী ৫৭৫২

[36] سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، حديث 4285

মহান প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[37]

এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি আমার
الأَجْوِبَةُ السُّنِّيَّةُ عَلى مَا أَثَارَه بَعْضُ السَّلَفِيَّةِ وَالبِرِيْلَوِيَّةِ وَالدِّيْوبَنْدِيَّةِ
নামক আরবী কিতাবে।

সালাফীরা সাহাবায়ে কেরামকে বেদাতী বলেঃ

সালাফীরা সাহাবায়ে কেরামকে বেদাতী বলে প্রকাশ্যেই। তারাবীহ ২০ রাকাতের মাসআলায় তারা সাইয়িদুনা উমর, উসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সহ সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকেই বেদাতী বলে। তাদের জনৈক শায়খ বলেছেন, পুরা উম্মত ২০ রাকাত পড়লে পুরা উম্মতই গোনাহগার। জুমার ১ম আজানের মাসআলায় তারা সাইয়িদুনা উসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সহ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তথা পুরা উম্মতকে বেদাতী বলে।

বেরলভী ফিতনা

এই ফিতনাটিও শুরু হয় বৃটিশের সময়। এই দলের প্রতিষ্ঠাতার নাম মৌলভী আহমাদ রেযা খান। যদিও উনার দাদা ও পিতা বৃটিশ বিরোধী ছিলেন, তিনি ফতোয়া দেন বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম।

আলা হযরত নেটওয়ার্ক থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত ডঃ মুহাম্মাদ হাসানের বই

مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ علیہ حیات اور علمی وادبی کارنامے

থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সহ অন্যান্য বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে হযরতের পিতা ও দাদার সক্রিয় ভুমিকা ছিল। ১৮৫৬ সালে জন্ম নেয়া ফাজিলে বেরলভী বড় হয়েই পিতা ও দাদার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, বৃটিশ বিরোধী জেহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বরং কাদিয়ানী ও মূলধারা সালাফীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৮০ সালে তার পিতার মৃত্যুর বছর ঐতিহাসিক ইল্মী খেয়ানত করে “ই’লামুল আ’লাম বি আন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম” বই লিখে বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা দিলেন।

ওদেরও আকীদাগত দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে,

১. আল্লাহ ও রাসূলের শানে গোস্তাখী ২. পাইকারী তাকফীর

---

[37] ইবনু মাজাহ ৪২৮৫

ওরাও আল্লাহর সাথে লড়াই করতে চায়, রাসূলের শানে তাদের হজরতের বহু গোস্তাখী রয়েছে। এব্যাপারে আমার কিতাব "দুই ফাজিলের গোস্তাখী" দেখতে পারেন।

এক কথায় এই ফেরকাটিও তাকফীরী ফেরকাঃ

শত ভন্ডামীতে ভরপুর তাদের মাসলাক, যদিও তারা তাদেরকে সুন্নী দাবি করেন। তাদের বিশ্বাসে তাদের মাসলাকের বাইরে আর কেউ সুন্নী নয়। তারা ইমামুল হিন্দ শহীদে বালাকোট সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ এবং তার কোটি কোটি অনুসারীদেরকেও ওহাবী মনে করে। আর ওহাবীরা তাদের বিশ্বাসে মুরতাদ।

ফাজিলে বেরলভী মৌলবী আহমাদ রেযা খান বলেনঃ

ایسے ہی وہابی ، قادیانی ودیو بندی ،   نیچری ، چکڑالوی جملہ (یعنی سب) مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر اصلی یا مرتد ، انسان ہو یا حیوان محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور اولاد ولد الزنا[38]

অনুরূপ ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, প্রকৃতি পুজারী সবাই মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) ইত্যাদির নারী ও পুরুষদের সাথে বিবাহ হতে পারে না, এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্পষ্ট ব্যভিচার[39]

বাংলা অনুবাদে খেয়ানতঃ বাংলা অনুবাদে ফাজিলেরা খেয়ানত করেছেন। হয়তো বুঝতে পেরেছেন ফতোয়াটা বেশী বেখাপ্পা হয়ে গিয়েছে তাই কয়েকটি কথা তারা বাদ দিয়েছেন। উর্দুতে আছেঃ

جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر اصلی یا مرتد ، انسان ہو یا حیوان محض باطل

ওদের বিবাহ পুরা জাহানে মুসলিম হোক কিংবা কাফের, আসলি হোক অথবা মুরতাদ, ইনসান হোক অথবা হায়ওয়ান যার সাথেই বিবাহ হোক বাতিল বলে গণ্য হবে।

এই ফতোয়াকে সামনে রেখে আমাদের কথা হচ্ছেঃ ফাজিলদের যারা দেওবন্দীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাদের বিবাহ হালাল করার একমাত্র পথ হচ্ছে তারা হায়ওয়ান থেকে নিকৃষ্ট بَلْ هُمْ أَضَلُّ নতুবা তাদের বিবাহ বৈধ হওয়ার কোন পথ আমরা দেখছিনা।

বেরলভিয়ত একটি স্বতন্ত্র দ্বীনঃ

ওসিয়তনামায় ফাজিলজী বলেন,

"রেজা হুসাইন, হাসানাইন রেজা ও আপনারা সবাই প্রীতি ও ঐক্যতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। যতটুকু সম্ভব শরীয়তের অনুসরণ পরিত্যাগ করবেন না। আর আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার

---

[38] ملفوظات اعلی حضرت ۰ حصہ دوم ۰ ص ۳۰۱ مکتبہ المدینہ دعوت اسلامی

[39] মালফুজাতে আলা হযরত, বাংলা, পৃঃ ২০২

কিতাবাদী হতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।"[40]

"আমার দ্বীন" এই কথা নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে জবাব দেয়া হয়েছিল "দ্বীনী আল-ইসলাম" হাদিসাংশ দিয়ে। দলীল মিলল না। হাদীসে আছে "দ্বীনী আল-ইসলাম", ওসিয়তনামায় তো "দ্বীনী আমার কিতাব"!

তাদের হযরতের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসঃ

তাদের বিশ্বাসে তাদের হযরত এমন এক পিস যার কোন তুলনা নেই। ইসমতে আম্বিয়া থেকে ইসমতে আহমাদ রেযা অনেক শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ। তাদের হযরতকে নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ির কিছু নমুনা তুলে ধরছি,

1. একজন বলেছেন, উম্মতের মধ্যে ফাজিলজীর তুলনার কেউ নেই। নাউজুবিল্লাহ।
2. আরেকজন বলেছেন, ফাজিলজীর আগের কয়েক শতাব্দী পরের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উনার তুলনার কেউ নেই। নাউজুবিল্লাহ।
3. সাইয়িদুনা মুঈনুদ্দীন চিশতী শুধু মুসলমান বানিয়েছেন, অমুক শুধু এই কাজ করেছেন, তমুক শুধু ঐ কাজ করছেন, আর তারা যা পারেননি সব একত্রে করেছেন ফাজিলজী।
4. আরেকজন বলেছেন, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, খালিদ বিন ওয়ালীদ প্রমুখ সাহাবীদের বিশেষ বিশেষ সব গুণ একত্রে একমাত্র তাদের ফাজিলজীর মধ্যে আছে। নাউজুবিল্লাহ।
5. আরো বলেছেন, তাদের ফাজিলজীর সমালোচনা করলে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে হবে। নাউজুবিল্লাহ।
6. আরেকজন বলেছেন, ফাজিলজী শুধু কলম হাতে ধরেছেন, ফাজিলজীর কিতাব লিখে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নাউজুবিল্লাহ।
7. আরেকজন বলেছেন, কুরআন সুযোগের আপেক্ষায় ছিল কখন ফাজিলজীর সিনায় ঢুকবে। অবশেষে সুযোগ আসল, এক রামাদ্বান মাসে। নাউজুবিল্লাহ।
8. তাদের বহু কিতাবে দাবি করা হয়েছে, তাদের ফাজিলজীর জবানে কলমে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব, যদিও নবীদের কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ।
9. ফাজিলজী নিজে দাবি করেছেন দ্বিতীয়বার হজ্জের সফরে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার মেহমানদারি করেছেন। কেমন মেহমানদারি বুঝাতে গিয়ে তিনি মাজারে দাসী মান্নতের কাহিনী নিয়ে এসেছেন, হে অমুক দেরী করছো কেন, নিয়ে যাও খাহেশ পুরণ করো। তাদের

---

[40] মুহাম্মাদ শামশুল আলম নঈমী, জীবন ও কারামত, পৃষ্টা ১৫৩।
-ওসায়া শরীফ, উর্দু, পৃষ্টা ১২

ধর্মে মাজারে দাসী মান্নতও আছে!! বেদুরুস্ত ওরসে তাদের আসক্তির কারণ হয়তো এখানে লুকিয়ে আছে। পিতা মালফুজাতের নামে খাহেশ পুরণে মাজার থেকে নারী সাপ্লাইর কাহিনী ডেলিভারী দিচ্ছেন আর ছেলে তা লিপিবদ্ধ করছেন!! নাউজুবিল্লাহ। অবশ্য এই বিষয় মামুলী, যৌন উত্তেজনায় শ্বাশুড়ির পাজামায় হাত দিয়ে শাশুড়ির শরীরের উত্তাপ অনুভুত না হলে সমস্যা নাই!! শ্বাশুড়ির গায়ে হাত দেয়ার মাসআলায় ফাজিলী শালাফী ভাই ভাই!

10. আরেকজন দাবি করেছেন, ফাজিলজী সরাসরি রাহমানের ছাত্র। নাউজুবিল্লাহ
11. ১৫০০ – ১৮০০ কিতাব লিখেছেন ফাজিলজী। উম্মতের মধ্যে এই কাজ আর কেউ পারেননি। (তালামীয কর্মী একভাই লিখেছিলেন, কিছুদিন পর পর কিতাবের সংখ্যা বাড়ে, তোমাদের হযরতের কিতাব কি বাচ্চা দেয়?)
12. চার বছর বয়সে পাজামা ছিলো না পরনে, মহিলাদের দেখে পাঞ্জাবী দিয়ে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন লজ্জাস্থান। মৌলবি উবাইদুল হক নঈমীর ভাষায় হযরত কারামত দেখিয়েছেন!
13. **এখন কোনটা বাকী?** ফাজিলজী তো পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সমাচারের ধাক্কায় ব্রেইক না মারলে এতদিনে তারা হয়তো বলেই ফেলতেন, নবুওত খতম না হলে ফাজিলজী নবী হতেন। আর দলীল? উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নবীজীর হাদিস।

ইস্মতে আম্বিয়া বনাম ইস্মতে আহমাদ রেযা

তারা বিশ্বাস করে আম্বিয়ায়ে কেরাম মাসুম তবে তাঁদের কিছু ভুলত্রুটি হয়ে যায়। তবে তাদের হযরতের ইস্মত আরো উন্নত। তাদের বহু কিতাবে আছে মৌলভী আহমাদ রেযা খানের জবানে ও কলমে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব।

তাদের ইমামে সানী মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী তার তাফসীর নুরুল ইরফানে বলেন, ''সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়''।[41] সুরা নসরের তাফসীরে মাওলানা মাওদুদী সাহেবও এই একই কথা বলেছেন,
''অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন।''

"দুই ফাজিলের গোস্তাখী" , "ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান – ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেযা খান" এবং ''ফাজিলে বেরলভী সমাচার'' রদ্দে বেরলভিয়তে বাংলা ভাষায় আমার লেখা ৩টি বই। কেউ এখনো জবাব দেননি। মৌলবী আহমাদ রেযা খানের জবাবে ঈমানে আবু তালিব[42] বিষয়ে আরবী

---

[41] কানযুল ঈমান – নুরুল ইরফান, বাংলা, পৃ ৭৯৮ টিকা ১৬৩

[42] أبو طالب ومسألة الإيمان في الرد على المولوي أحمد رضا خان

একটি রিসালাও আমার আছে। আমার লেখা আরবী আরো কয়েকটি কিতাবে[43] এই বিষয়ে আলোচনা আছে। আমার জীবদ্দশায় কেউ জবাব দিলে আমার ভুল প্রমাণিত হলে স্বীকার করে নেব অন্যথায় পালটা জবাব দেব ইনশাআল্লাহ।

ফাজিলে বেরলভী মৌলবী আহমাদ রেযা খান বেরলভীর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা সাইয়িদ আব্দুল হাই বিন ফখর উদ্দীন লক্ষ্ণভী নদভী[44] বলেন,

كان متشدداً في المسائل الفقهية والكلامية، متوسعاً مسارعاً في التكفير، قد حمل لواء التكفير والتفريق في الديار الهندية في العصر الأخير وتولى كبره وأصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له وتنتسب إليه وتحتج بأقواله، وكان لا يتسامح ولا يسمح بتأويلٍ في كفرِ مَنْ لا يوافقه على عقيدته وتحقيقه، أو من يرى فيه انحرافاً عن مسلكه ومسلك آبائه، شديد المعارضة، دائم التعقب لكل حركة إصلاحية.

“ তিনি ছিলেন ফিকহী মাসআলা ও ইল্মুল কালামে অত্যন্ত চরমপন্থী, কাফির ফাতওয়াদানে উন্মুখ এবং তাড়াহুড়া প্রবণ। শেষ যমানায় ভারতবর্ষে তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টির পতাকা তিনি বহন করেন এবং এই জাতীয় লেখকদের নেতৃত্বে আসীন হন। তিনি এই তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকেই সমর্থন করতেন, নিজেকে ওদের একজন হিসেবেই পরিচয় দিতেন এবং তাদের কথাকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মোটেই উদার ছিলেন না। কেউ তার মতের বা ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে না পারলেই কিংবা তার বা তার বাপ দাদার মাসলাকের সাথে সামান্য বেমিল দেখলেই তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না এবং এই ব্যাপারে কোন তাবীল / ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করতেন না। প্রতিটা সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেগে থাকাই ছিল তার ব্রত।

كان قوي الجدل، شديد المعارضة، شديد الإعجاب بنفسه وعلمه، قليل الاعتراف بمعاصريه ومخالفيه، شديد العناد والتمسك برأيه،

তিনি ঝগড়ায় খুব শক্তিশালী (অতিরিক্ত ঝগড়াটে), বিরোধিতায় খুব কঠোর ছিলেন। নিজেকে নিয়ে এবং নিজের জ্ঞান নিয়ে অত্যন্ত আত্মমুগ্ধ ছিলেন। তার সমসাময়িক আলেম-উলামা এবং

[43] (1) الاحتفال بالمولد بين الإفراط والتفريط
(2) السنة قبل الجمعة والأذان قبل الخطبة
(3) الأجوبة السنية على ما أثاره بعض السلفية والبريلوية والديوبندية
(4) الخطبة الحنفية

[44] আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর পিতা

বিরোধীদের সামান্যই স্বীকৃতি দিতেন। অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং নিজ রায়কে সকল রায়ের উপর কঠোর ভাবে প্রাধান্য দিতেন।

قليل البضاعة في الحديث والتفسير، يغلو كثير من الناس في شأنه فيعتقدون أنه كان مجدداً للمائة الرابعة عشر[45]

হাদিস এবং তাফসিরের ক্ষেত্রে তার ব্যুৎপত্তি ছিল সামান্যই। অনেকেই তার মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাকে চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দিদ মনে করে!

গোস্তাখে রাসূল কখনো মুজাদ্দিদ হতে পারে না, গোস্তাখে রাসূল কখনো ইমামে আহলে সুন্নাত হতে পারে না।

হাজির নাজির নামক বানোয়াট আকীদাঃ

বেরলভীরা যেসব বানোয়াট আকীদাকে সুন্নী আকীদা নামে বাজারজাত করেছে তার মধ্যে অন্যতম রাসূল ﷺ সব সময় সব জায়গায় হাজির নাজির, এমনকি স্ত্রী সহবাসের সময়ও নাকি রাসূল ﷺ হাজির নাজির থাকেন!!

ধরা খেয়ে তাদের কেউ কেউ এখন বলছেন, রাসুল ﷺ সব সময় সব জায়গায় হাজির নাজির এই কথা তারা বলেন না, রাসূল ﷺ হাজির হতে পারেন। তারা ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছেন। তাদের হযরত কানযুল ঈমানে ‘‘শাহিদান’’ এর অনুবাদ করেছেন ‘‘হাজির নাজির’’, যা দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে কোন ইমাম বলেননি। এই বিষয়ে বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি আমার ‘‘আল-খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ’’ নামক আরবী কিতাবে।

সিরাজ নগরের তথাকথিত ‘‘ইমামে আহলে সুন্নাত’’ (ইমামে আহলে জাহালত) মৌলভী আব্দুল করীম ইমাম রাগিব ইস্ফাহানীর আল-মুফরাদাত থেকে ‘‘শুহুদ, মুশাহাদাহ’’ দিয়ে রাসূলের হাজির নাজির প্রমাণ করতে গিয়ে চিৎপটাং হয়েছেন। ‘‘ওয়া মা কুন্তা মিনাশ শাহিদীন’’ এর অনুবাদে খোদ ফাজিলে বেরলভী বলেছেন, আপনি হাজির ছিলেন না।

‘‘শাহিদান’’ শব্দের অনুবাদ যদি হাজির নাজির হয় তার মানে রাসূল ﷺ সব সময় সব জায়গায় হাজির নাজির। তারা তো হাজির নাজির আকিদায় এতটাই এক্সট্রীম ছিলেন যে, ওয়াজের পোষ্টারে

---

[45]عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت ١٣٤١هـ)، **الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)**، الجزء الثامن يتضمن تراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الرابع عشر الطبقة الرابعة عشرة في أعيان القرن الرابع عشر، ص 1180 – 1180، دار النشر: دار ابن حزم – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٨

রাসূলকে সভাপতি দিয়ে মাহফিলে রাসূলের জন্য চেয়ারও রাখতেন। পোস্টারের ছবি আমাদের কাছে রয়েছে। এমন একটি আকীদা যেই আকীদার কথা আকীদার কোন কিতাবে নেই!

“শাহিদান” মানে সাক্ষী। রাসূল ﷺ আমাদের আমলের সাক্ষী কারণ তাঁর খেদমতে আমাদের আমল পেশ করা হয়। এই কথাটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই বিষয়ে ফাতহুল বারী শারহে বুখারী এবং উমদাতুল কারী শারহে বুখারী দেখা যেতে পারে।

মুরীদের স্ত্রী সহবাস – পীর হাজির নাজির

ফাজিলে বেরলভী মৌলবী আহমাদ রেযা খান বলেনঃ সৈয়্যদি আহমদ সজলমাসির দু'জন স্ত্রী ছিলেন। সৈয়্যদি আবদুল আজিজ দাব্বাগ বলেন, রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছ এটি উচিৎ নয়। আরজ করি, হুযুর, সে ঐ সময় নিদ্রা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, নিদ্রিত ছিল না, নিদ্রাবস্থায় জেনে নিয়েছিল। আরজ করি, হুযূর কিভাবে জানলেন? বলেন, যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোন পালংও ছিল? আরজ করি, হ্যাঁ, একটি পালং শূন্য

ছিল। আমি তাতে শায়িত ছিলাম কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না। [46]

খাইলায়নি খামাই!! মুরীদের স্ত্রী সহবাসের সময় তার পীর হাজির নাজির হবেন, আর যেহেতু “কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না” সুতরাং পীরের পীর, পীরের পীরের পীর এন্ড সো অন!!! এ যেন মুরীদের স্ত্রী সহবাস নয়, দুনিয়ার সব বেরলভী পীরদের মহামিলন মেলা!!!

হাদিসে আছে স্ত্রী সহবাসের সময় সাথের ফেরেশতারাও হাজির নাজির থাকেন না, অথচ ওদের পীর হাজির নাজির!

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেনঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ

ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা নগ্নতা হতে বেঁচে থাক। কেননা তোমাদের এমন সঙ্গী আছেন (কিরামান-কাতিবীন) যারা পেশাব-

[46] মালফুজাতে আলা হযরত ১৫৩

পায়খানা ও স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় তোমাদের হতে আলাদা হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা কর এবং সম্মান কর।[47]

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেনঃ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَسْتُورٌ عَلَيْهِ، هَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتِ الثَّوْبَ عَنْهُ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ، وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْكِرَامِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، وإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَإِذَا اغتَسَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَارَ بِالِاغْتِسَالِ إِلَى جِدَارٍ، أَوْ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ أَخُوهُ[48]."

হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়াতে নবী ﷺ পর্দার ভিতরে ছিলেন, এমন সময় বাতাসে পর্দা সরে যায়, একজন লোক উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন, আল্লাহর নবী ﷺ রাগান্বিত হয়ে সবাইকে জমায়েত করে বলেন, হে লোক সকল আল্লাহকে ভয় করো এবং কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের ব্যাপারে লজ্জাশীল হও, কেননা ফেরেশতারা তিন সময় ব্যতীত সব সময় তোমাদের সাথে থাকেনঃ যখন কেন তার স্ত্রী সহবাস করে, যখন সে টয়লেটে যায়। (রাবী) বলেন তৃতীয়টা আমি ভুলে গিয়েছি। নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ গোসল করে সে যেন দেয়ালের পাশে, অথবা কোন উটের পাশে নিজেকে গোপন করে গোসল করে, অথবা তার ভাই যেন তাকে পর্দা করে রাখে। [49]

এই দুই হাদীস থেকে প্রমাণিত কিরামান কাতিবীন ফেরেশতারাও স্ত্রী সহবাসের সময় হাজির থাকেন না, অথচ ফাজিলদের পীর গোষ্টী ঐ সময় হাজির (উপস্থিত) ও নাজির (দর্শক) থাকেন।

এই সময় শয়তান আসে তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ শয়তান তাড়ানোর দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেনঃ

روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَرُزِقَا وَلَدًا، لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ[50]

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখ। আর

---

[47] তিরমিযী ২৮০০

[48] أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، ج1 ص535، حديث 1140، الناشر: دار التأصيل الطبعة: الثانية، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٣ م عدد الأجزاء: ١٠

[49] মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ১১৪০

[50] صحيح البخاري 3271

আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখ। অতঃপর তাদেরকে যে সন্তান দেয়া হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [51]

আমি বেরলভীদের হেদায়েত কামনা করি, দোয়া করি তারা ফিরে আসুন কুরআন সুন্নাহ'র পথে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের সত্য ও সঠিক আকীদার পথে,

﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾

আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। [52]

তাদেরকে যথাশীঘ্র তাওবা করে পাইকারী তাকফীর ত্যাগ করে সরল সঠিক সুন্নীয়তের সৈনিক হয়ে সুন্নী বিপ্লবে শরীক হতে আহবান করছি।

ভন্ড নবী দাবিদার

ভন্ড নবী দাবিদার গোলাম কাদিয়ানীরও সূচনা বৃটিশের ছত্র ছায়ায় ও পৃষ্টপোষকতায়। গোলাম কাদিয়ানীরও ফতোয়া হল, বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম। তার সম্পর্কে বলার তেমন প্রয়োজন নেই, সকলেরই জানা।

দেওবন্দী ঘরানার আরো কিছু আলেম পাওয়া যাচ্ছে, যাদের বক্তব্য হল বর্তমানে আলেমরাই নবী।

1. কেউ বলছেন, যেই জামানায় নবী থাকবেন না, সেই জামানায় আলেমরাই নবী।
2. আরো কেউ বলছেন, যদি জান্নাতের খরিদ্দার হইতে চাও, তাইলে তোমাদের জন্য আলেমই নবী।
3. আরো বলছেন, এই উম্মাতের মধ্যে যারা নবী পাইছেন না, তাগো লাগি আলেমই নবী।
4. ‘‘নবীজীর পরে যদিওবা কোন নবী আসেন, নবীজীর খাতামিয়্যাতে কোন তফাত আসবে না’’ গোলাম কাদিয়ানী এ পথেই নবী দাবি করে।

এই ৩টি অপশক্তিকেই রুখতে হবে। দলীল যুদ্ধে আমাদেরকে জিততে হবে। যারা সরাসরি নবী দাবি করবে তাদেরকে বিনা দলীলে বয়কট করতে হবে।

[51] বুখারী ৩২৭১

[52] সুরা কাহাফ ১৭